যুগান্তর

৭|৭|2007

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের বেহাল অবস্থা

আবদুল মান্নান

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের বেহাল অবস্থা। নামেই মাত্র ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। কলেজে না আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, না আছে অবকাঠামো, না আছে শিক্ষাদানের যন্ত্রপাতি। নেই ছাত্রছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা। সূত্র জানায়, মেডিকেল কলেজের যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার তার কিছু নেই এই মেডিকেল কলেজে। অথচ ভর্তির নামে প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। গত বছর প্রথম ব্যাচের ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেন মাত্র ৪ জন। তার মধ্যে পাস করেছেন ২ জন। এরপর ফেল করা এবং আগের বছর পরীক্ষা না দেয়া ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেন। পাস করেন মাত্র ১১ জন। দুই ব্যাচে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে গিয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রী ফেল করেছেন এবং ঝরে পড়েছেন। এদিকে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় ৫৫ জনের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন পাস করেছেন। একজন ছাত্রী জানান, কমিউনিটি মেডিসিন নামে একটি বিষয়ে প্রতিবছরই বেশি ছাত্রছাত্রী ফেল করে থাকেন। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, উপযুক্ত গাইডলাইনের অভাবে এসব ছাত্রছাত্রী ফেল করছেন। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষবর্ষ থেকে পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতালের নতুন ও

ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতাল ভবনের সপ্তম তলায় চালানো হচ্ছে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম —যুগান্তর

ঢাকা : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

ঢাকা : মেডিকেল

(৩ পৃষ্ঠার পর) পুরনো ভবনে চালু করা হয় ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। কলেজের ভবন নির্মাণের পর তারা সেখানে চলে যাবে, এই শর্তে হাসপাতালের গভর্নিং বডি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজকে হাসপাতাল ভবন সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেয়। কলেজের প্রিন্সিপাল শনিবার যুগান্তরকে জানান, হাসপাতাল ভবনই কলেজ ভবন।

মেডিকেল কলেজে ফার্মাকোলজিসহ অনেক বিভাগে অধ্যাপক নেই। সহযোগী অধ্যাপক দিয়ে বিভাগ চালানো হচ্ছে। ফার্মাকোলজি বিভাগ চলছে একজন অতিথি অধ্যাপক দিয়ে। এখানে না আছে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, না আছে ছাত্র অনুপাতে হাসপাতালের শয্যা। ২০০ শয্যার এই হাসপাতালে প্রতি সেশনে যেখানে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার কথা সেখানে বর্তমানে ৭০ জনকে ভর্তি করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, ছাত্রদের কোচিং দেয়ার ব্যবস্থা কলেজে নেই। কলেজ পরিচালনার ব্যবস্থাপনাও খুবই দুর্বল। হাসপাতালের সাধারণ চিকিৎসকদের দেখানো হচ্ছে কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে। কলেজ করার জন্য যেসব শর্ত পালন বা পূরণের কথা তার অধিকাংশ পূরণ না করেই কলেজ চালানো হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা না থাকায় দূরবর্তী স্থান থেকে এসে পড়াশোনা করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের